তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৩৮/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব শিমন মুরমু
পিতা:-ঝাপড়া মুরমু
গ্রাম-দঃ বহলা, পোঃ কাঞ্চণ
উপজেলা-বিরল, জেলা-দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব তাপস চন্দ্র পন্ডিত
পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র)
অফিসার ইন-চার্জ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বিরল থানা, দিনাজপুর ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ০৪-০৮-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ০৯-০৩-২০১৬ তারিখে (অভিযোগে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অফিসার ইন-চার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিরল থানা, দিনাজপুর বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকাযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

২০১৫ সালে বিরল থানায় মোট কতটি শিশু নির্যাতনের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০৪-২০১৬ তারিখে পুলিশ সুপার ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), পুলিশ সুপারের কার্যালয়, দিনাজপুর বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকাযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৫-০৫-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১০-০৭-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৮-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ০৪-০৮-২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এস এম রেজাউল করিম হাজির কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজিরা হতে অব্যাহতির আবেদন করে গরহাজির।

৪। অভিযোগকারী এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এস এম রেজাউল করিম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার চাহিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন ।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজিরা হতে অব্যাহতির আবেদন করে গরহাজির থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায় নি । তবে তিনি বিরল থানার স্মারক নং ২২৬৫ তারিখ- ০৪-০৮-২০১৬ এর মাধ্যমে কমিশনকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারনা না থাকায় অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারেন নি । তবে তথ্য কমিশনের সমন পাওয়ার পর তিনি অভিযোগকারীকে সকল চাহিত তথ্যাদি প্রদান করেছেন এবং অভিযোগকারী চাহিত তথ্যাদি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং অভিযোগটি উত্তোলন করে নিবেন মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা

অভিযোগকারী এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এস এম রেজাউল করিম বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর চাহিত সকল তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন এবং অভিযোগকারী চাহিত তথ্যাদি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে অভিযোগটি উত্তোলন করে নিবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অধিক পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরবরাহ করেন নি বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সতর্ক করে অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাসময়ে অভিযোগকারীকে প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ না করায় সতর্ক করা হলো এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্নাংগ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব তাপস চন্দ্র পন্ডিত, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), অফিসার ইন-চার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিরল থানা, দিনাজপুর কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার